পরিচালক পরিষদের প্রতিবেদন

পরিচালক পরিষদের প্রতিবেদন

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

প্রিয় শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,

আস্‌সালামু আলাইকুম।

এশিয়া ইন্স্যুরেন্স লিমিটেডের এর উনিশতম বার্ষিক সাধারন সভায় কোম্পানির পরিচালনা পরিষদ আপনাদের সাদর সম্ভাষন জানাচ্ছে এবং ৩১শে ডিসেম্বর'২০১৮ইং তারিখে সমাপ্ত বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক হিসাব বিবরনী আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করতে পেরে অত্যন্ত আনন্দবোধ করছে।

সম্মানীত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,

আজ অনুষ্ঠিত কোম্পানির উনিশতম বার্ষিক সাধারন সভায় পেশকৃত আর্থিক বিবরনীতে স্থিতিপত্র, লাভ-ক্ষতির হিসাব, রাজস্ব হিসাব, নগদ প্রবাহের হিসাব বিবরনী, শেয়ারহোল্ডার ইকুইটি ও নোটস্ টু দ্যা একাউন্টস ছাড়াও তুলে ধরা হয়েছে বাংলাদেশে ও বিশ্ব অর্থনীতি অর্থনীতির সংক্ষিপ্ত চিত্র। এছাড়াও এই বিবরনীতে তুলে ধরা হয়েছে দেশের বীমা খাত ও অত্র কোম্পানির সামগ্রিক কার্যক্রম এবং বাংলাদেশ পুঁজিবাজার ও কোম্পানির শেয়ার এর সংক্ষিপ্ত তথ্যাদি।

বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

মন্দা কাটিয়ে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উর্ধ্বমূখী ধারা বজায় রাখার জন্য ২০১৮ইং সাল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন। বছরের শেষ নাগাদ বিশ্বব্যাপী এই প্রবৃদ্ধি আরও বেড়েছে। অর্থনেতিক কার্যক্রমের বিদ্যমান গতিশীল, অনুকূল বাজার পরিস্থিতি, সুবিধাজনক আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং বিশ্বব্যাপী সম্প্রসারণমূলক আর্থিক নীতির এবং অনুকূল দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বানিজ্য ব্যবস্থাপনার কারনে বিশ্ব অর্থনীতিতে এই প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হয়েছে। তবে সম্প্রতি বিশ্বব্যাপি বিদ্যমান বানিজ্য যুদ্ধ, একতরফা বানিজ্য নীতির প্রতি সমর্থন সহ ইত্যাদির প্রভাবে বিশ্ব বানিজ্য প্রবৃদ্ধি কিছুটা কমে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বাংলাদেশের সামষ্টি অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং অর্জন

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাংলাদেশ ৩য় বারের মতো ৭ শতাংশের অধিক প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। যার ফলে আমরা নিম্নমধ্যবিত্ত আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছি এবং মাথাপিছু জাতীয় আয় দাঁড়িয়েছে ১৭৫১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে। গত এক দশক ধরে আমাদের গড় প্রবৃদ্ধি ছিল ৬ শতাংশের বেশী। এদেশের উন্নয়ন ধারার সাথে সংশ্লিষ্ট মেগা প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়িত হলে প্রবৃদ্ধি অর্জন আরও বেড়ে যাবে। সাম্প্রতি এক গবেষনায় দেখা যায়, গভীর সমুদ্র বন্দর এবং পদ্মা সেতুসহ জ্বালানী খাতে গৃহীত বড় প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়িত হলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে ২ শতাংশ যুক্ত হবে আশা করা যাচ্ছে।

২০০৯ইং হতে ২০১৮ইং পর্যন্ত সময়ে মোট দেশজ উৎপাদন বা জি.ডি.পি প্রবৃদ্ধি ৬ এর বৃত্ত ছেড়ে ৭ শতাংশ পেরিয়ে গেছে এবং ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে প্রাক্কলিত জি.ডি.পি ৮.১৩ শতাংশ। অর্থাৎ ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের জি.ডি.পি প্রবৃদ্ধি ৭.৮৬ শতাশে উপনীত হওয়ার পরই এ বারই প্রথম বারের মতো দেশের প্রবৃদ্ধি ৮ শতাংশের ঘর অতিক্রম করেছে। মূলত ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের জুলাই হতে মার্চ পর্যন্ত মোট নয় মাসের তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষনে বি.বি.এস প্রবৃদ্ধির প্রক্কলনে বলছে যে, চলতি অর্থ বছরে বাংলাদেশের জি.ডি.পি প্রবৃদ্ধির হার হতে যাচ্ছে ৮.১৩ শতাংশ। এদিকে, আগামী ২০১৯-২০ অর্থ বছরের মোট দেশজ উৎপাদন প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ৮ শতাংশ এর অধিক এর হিসাবটি মাথায় রেখে বাজেট ঘোষনা করার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।

এদিকে, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে আমাদের রপ্তানী আয় হয়েছে ৩৬.৬৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। রপ্তানী প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৫.৮১ শতাংশ। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জন্য সেবাখাতসহ মোট রপ্তানী আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করা হয়েছে ৪৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। চলতি বছরের প্রথম তিন মাসে রপ্তানী প্রবৃদ্ধি অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক, যা' গত বছরের তুলনায় ১৪.৭৫ শতাংশ। বিশেষ করে গত বছরের একই সময়ের তুলনায় সেপ্টেম্বর. ২০১৮ সময়ে রপ্তানী প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৫৪.৬৪ শতাংশ যা লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ১৪.৪৭ শতাংশ বেশী। সমুদ্র ও স্থল বন্দরসমূহের উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের পাশাপাশি চট্টগ্রাম বন্দরের নতুন গেন্ট্রি ক্রেন স্থাপনের ফলে রপ্তানী ইকো-সিস্টেমের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

অপরদিকে আমদানী ব্যয় গত বছরের তুলনায় ২৫.২৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৫৮.৮৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। আমদানী পন্যের মধ্যে মূলধনী বাবদ ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি বর্ধিত বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানি বৃদ্ধি পাওয়ায় রপ্তানী আয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

কৃষি নির্ভর অর্থনীতি থেকে শিল্পভিত্তিক অর্থনীতির দিকে ধাবিত হওয়ায় জাতীয় আয়ে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতসহ

শিল্প খাতের অবদান ৩৩.৬৬ শতাংশে উন্নীত হয়েছে, যা' গত বছরের তুলনায় ১২.০৬ শতাংশ বেশী। বিশেষ করে জিডিপিতে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান ২২.৮৫ শতাংশ এবং এই খাতে প্রবৃদ্ধি ১৩.৪০ শতাংশ।

জাতীয় আয়ে বৃহত্তম অবদান রাখার মাধ্যমে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সেবা খাতের অবদান বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৫২.১১ শতাংশ এবং প্রবৃদ্ধি ৬.৩৯ শতাংশ। অপরদিকে, কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৪.১ শতাংশ এবং জাতীয় আয়ে এর অবদান দাঁড়িয়েছে ১৪.২৩ শতাংশ। সরকারের কৃষি ব্যবস্থা উন্নয়ন, উচ্চফলনশীল জাতের ফসল উৎপাদন এবং পন্য উৎপাদন বহুমুখীকরনের ফলে জাতীয় অর্থনীতিতে কৃষি খাতের উৎপাদন ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বিনিয়োগ পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মোট বিনিয়োগ বেড়েছে ১৩.৪ শতাংশ যার পরিমান ৮৬.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। অবকাঠামো খাতে বৃহৎ বিনিয়োগের ফলে জাতীয় আয়ে সরকারী বিনিয়োগ ৭.৪ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৮.২ শতাংশ হয়েছে। অপরদিকে, প্রায় দুই বছর স্থবির থাকার পর বেসরকারী খাতে বিনিয়োগ পূর্ববর্তী ২৩.১ শতাংশ থেকে বেড়ে ২৩.৩ শতাংশ হয়েছে।

অপরদিকে, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ গত বছরের তুলনায় ১৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২.৫৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। তবে সুদের নিম্নহার ব্যবসা সহজীকরনের বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহন, বিডা'র ওয়ানস্টপ সার্ভিস এবং সর্বোপরি অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হলে ২০২০ সাল নাগাদ বৈদেশিক বিনিয়োগসহ জাতীয় আয়ে বেসরকারী খাতের বিনিয়োগ ক্রমশ বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রবাসীদের প্রেরিত আয় ছিল প্রায় ১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৭.৩২ শতাংশ। চলতি বছরে বৈদেশিক মুদ্রার রির্জাভ রয়েছে ৩২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থাৎ যা' সন্তোষজনক পর্যায়ে রয়েছে।

জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৭.৮ শতাংশ এবং মূল্যস্ফীতির পরিমান ৫.৬ শতাংশের নিচে রাখার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করে সরকার ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জন্য ৪ লক্ষ ৬৪ হাজার ৫৭৩ কোটি টাকার জাতীয় বাজেট ঘোষনা করেছে যার পরিমান গত অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় ২৫ শতাংশ বেশী। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশের সমপর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য হিসেবে উচ্চতর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনকে সামনে রেখে জাতীয় বাজেট প্রনীত হয়েছে।

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটের মোট রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করা হয়েছে ৩ লাখ ৩৯ হাজার ২৮০ কোটি টাকা। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রিত রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করা হয়েছে ২ লাখ ৯৬ হাজার ২০১ কোটি টাকা এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রন বহির্ভূত রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করা হয়েছে ৯ হাজার ৭২৭ কোটি টাকা। কর ব্যতীত প্রাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করা হয়েছে ৩৩ হাজার ৩৫২ কোটি টাকা।

সরকারের অনুন্নয়নমূলক এবং অন্যান্য কাজের জন্য ব্যয় বরাদ্ধ ধরা হয়েছে ২ লাখ ৫১ হাজার ৬৬৮ কোটি টাকা, যা' জিডিপি'র ৯.৯ শতাংশ। নিজেদের অর্থায়নে প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নসহ উন্নয়ন ব্যয় ধরা হয়েছে ১ লাখ ৭৯ হাজার ৬৬৯ কোটি টাকা, যা' জিডিপির প্রায় ৭.১ শতাংশ। তন্মধ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর (এডিপি) জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ১ লাখ ৭৩ হাজার কোটি টাকা। যা' জিডিপির ৬.৮ শতাংশ। বাজেটের আকার বড় হলেও তা বাস্তবায়নযোগ্য। তবে এর জন্য যথাযথ ব্যবস্থাপনা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং সঠিক মনিটরিং নিশ্চিত করা প্রয়োজন। অন্যথায় এই বিশাল বাজেট বাস্তবায়ন একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিবে।

সরকারের ব্যবসা বান্ধব নীতি গ্রহন এবং ব্যবসায়ীদের চাহিদা অনুযায়ী যদি বর্তমান মূসক আইনকে যুগোপযোগী করা হয় এবং হয়রানিমুক্ত কর আদায় ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়, তাহলে এই খাতে রাজস্ব আদায় আরও বৃদ্ধি পাবে। শিল্পায়ন ও বিনিয়োগ আকর্ষনের পাশাপাশি কর প্রদানে স্বচ্ছতা আনা এবং সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্পোরেট কর হার হ্রাস করবে। এদিকে, তালিকাভূক্ত ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কর্পোরেট করের হার ৪০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৩৭.৫ শতাংশ করা হয়েছে।

বাজেট ঘাটতি পূরনের জন্য সরকারের ব্যাংক খাত থেকে সরকারের ঋন গ্রহনের প্রবনতা বেসরকারি খাতে ঋন প্রাপ্তির ক্ষেত্রে যাতে প্রতিবন্ধকতা বা বাড়তি চাপ সৃষ্টি না করে সে বিষয়ে তদারকি জোরদার করা প্রয়োজন। উচ্চ সুদের হারের কারনে ব্যাংকিং খাতে খেলাপী ঋনের পরিমান দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে।

দেশের বেশকিছু সম্ভাবনাময় শিল্পখাতকে শুল্ক সুবিধা দেয়া হয়েছে। এসব সুবিধা স্থানীয় শিল্পকে উৎসাহিত করবে। টেক্সটাইল, রেফ্রিজারেটর, এয়ারকন্ডিশনার এবং ঔষধ শিল্পের স্বার্থে সক্রিয় কাঁচামাল (এপিআই) প্রয়োজনীয় রাসায়নিক উপকরনে শুল্ক হার হ্রাস করায় স্থানীয় এ শিল্প খাতকে প্রতিরক্ষনে সহায়তা করবে। তাছাড়া চামড়া শিল্পকে উৎসাহিত করতে Split Leather এর জন্য পৃথক এইচ এস কোড সৃষ্টি করা হয়েছে, যা' এ শিল্পকে উৎসাহিত করবে। এছাড়া সুদের হার সিঙ্গেল ডিজিটে আনতে সরকারের পদক্ষেপ গ্রহন প্রশংসার দাবী রাখে।

বাংলাদেশের পুঁজিবাজার

২০১৮ সাল দেশের পুঁজিবাজারে একটি বড় গুনগত পরিবর্তনের জন্য বছর জুড়েই মূখ্য আলোচ্য বিষয় ছিল কৌশলগত বিনিয়োগকারী। দীর্ঘ সময়ের নিরলস কর্মপ্রচেষ্টার

মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার ,বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ কমিশন এবং পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট সকলের সমর্থনে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ মালিকানার সঙ্গে কৌশলগত বিনিয়োগকারী হিসেবে এই সময়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় দুই স্টক এক্সচেঞ্জ -শেনঝেন স্টক এক্সচেঞ্জ এবং সাংহাই স্টক এক্সচেঞ্জের কনসোর্টিয়াম যুক্ত হয়েছে। যা' ডিএসই এবং পুজিঁবাজারের জন্য একটি মাইলফলক। এই সম্পৃক্ততার ফলে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ তথা বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে উন্মোচিত হয়েছে সম্ভাবনার নতুন দ্বার। এই সম্ভাবনাকেই লক্ষ্য রেখে এগিয়ে যাচ্ছে দেশের পুঁজিবাজার। অবকাঠামোগতভাবে দেশের পুঁজিবাজার আজ এক নতুন মাত্রায় পৌঁছেছে। অলাভজনক প্রতিষ্ঠান থেকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে গিয়ে ডিএসই কাজ করে যাচ্ছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে শেয়ার লেনদেনের পাশাপাশি পুঁজিবাজারে পন্যের বৈচিত্রতা এবং গভীরতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে।

মূলতঃ কৌশলগত বিনিয়োগকারী হিসেবে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় দুই স্টক এক্সচেঞ্জকে যুক্ত করা বাজারের জন্য ইতিবাচক দিক। তাদের অন্তর্ভুক্তি বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের পুঁজিবাজারকে পরিচিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখবে। একই সাথে বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার ক্ষেত্রেও এটি অত্যন্ত ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। যদি নির্বাচনী বছর উপলক্ষ্যে ২০১৮ সালে পুঁজিবাজার কিছুটা মন্থর গতি দেখা গেছে। কিন্তু তারপরও আশানুরুপ যে গতি অর্জন করার কথা তা অর্জন করতে না পারলেও দেশের পুঁজিবাজার এমন একটি মাত্রায় অবস্থান করতে পেরেছে যার ফলে বাজারে কোন সংকট দেখা দেয়নি। এর পুরো কৃতিত্ব পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন,অর্থমন্ত্রনালয় এবং পুঁজিবাজারের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল ব্রোকার এবং বিনিয়োগকারীদের।

এদিকে পুঁজিবাজারে নতুন কিছু প্রোডাক্ট চালুর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। যেমন এসএমই এবং অল্টারনেটিভ ট্রেনিং বোর্ড। এই বিষয়ে ডিএসই প্রযুক্তিগত সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে। দেশের একটি উন্নত ও কার্যকর বন্ড মার্কেট প্রতিষ্ঠার বিষয়েও কাজ চলছে। তবে বাজেটে প্রনোদনা পাওয়া সাপেক্ষে বন্ডমার্কেট ও শীঘ্রই চালু করা সম্ভব। এছাড়া মিউচ্যুয়াল ফান্ডের বিশেষ করে একটি ফিক্সড ইনকাম সিকিউরিটিজ বাজারে আনা প্রয়োজন এ বিষয়ে বেশ কিছু প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। দেশের অর্থনীতির বর্তমান উন্নয়ন ধারা ও গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পদক্ষেপের বাস্তবায়নের মাধ্যমে আগামী দিনে দেশের পুঁজিবাজার হবে বিনিয়োগের অন্যতম প্রধান কেন্দ্রস্থল। অন্যদিকে, বিনিয়োগকারীদের আত্মবিশ্বাসকে পুঁজি করে শেয়ার বাজারের টেকসই প্রবৃদ্ধি ধরে রেখে সামনে এগিয়ে নেওয়াই হচ্ছে পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্টদের মূল লক্ষ্য।

এশিয়া ইন্স্যুরেন্সের শেয়ার ও এর মালিকানা এবং শেয়ার প্রতি আয়, নীট সম্পদ মূল্য ও বছর ভিত্তিক লভ্যাংশ ঘোষনা ঃ

কোম্পানির শেয়ার ক্রয় বিক্রয়ের সাথে বিনিয়োগকারীদের সম্পৃক্ততা আরও আস্থাপূর্ন ও নিবিড় করার জন্য কোম্পানির পরিচালক পরিষদ, ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ স্ব স্ব অবস্থান হতে সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে। বিনিয়োগকারীগন পূঁজিবাজারের মূল ভিত্তি বিবেচনায় তাঁদের শ্রমলব্ধ তথা কষ্টার্জিত অর্থ বিনিয়োগ করে থাকেন। এশিয়া ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড বিনিয়োগকারীদের এই দৃষ্টি ভঙ্গিকে বিবেচনায় এনে কোম্পানির শেয়ারকে একটি আকর্ষনীয় শেয়ারে পরিনত করতে তাদের সার্বিক প্রচেষ্টা গ্রহন অব্যাহত রেখেছে। যার ফলশ্রুতিতে, শেয়ারহোল্ডারগনের জন্য লভ্যাংশ ঘোষনার ধারাবাহিকতা, শেয়ার প্রতি নীট সম্পদ মূল্য ও কার্যক্রম প্রস্তুত নগদ প্রবাহ এবং সাধারন সঞ্চিতি ও শেয়ার প্রতি আয়ের বিপরীতে কোম্পানির শেয়ার বিনিয়োগকারীদের কাছে পছন্দনীয় ও আকর্ষনীয় একটি শেয়ার হিসাবে গ্রহনযোগ্যতা পেয়েছে। এশিয়া ইন্স্যুরেন্স লিমিটেডের শেয়ার এর প্রতি শেয়ারহোল্ডারগনের বিদ্যমান আস্থা অক্ষুন্ন রাখার জন্য কোম্পানির পরিচালক পরিষদ, ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগন কোম্পানির প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধিতে সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে।

এদিকে, কোম্পানির শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে বিনিয়োগকারীদের সম্পৃক্ততায় ঢাকা ও চট্রগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে ২০০৯ইং সালের ২৫শে জুন তারিখে কোম্পানির শেয়ার প্রথম লেনদেনের পর হতে ২০০৯ইং হতে ২০১৮ইং পর্যন্ত প্রতি বছরের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের কার্যদিবস শেষে প্রাপ্ত হিসাব অনুযায়ী বর্নিত বছর ভিত্তিক শেয়ারহোল্ডার সংখ্যা নিম্নরুপ ঃ

বছর শেয়ারহোল্ডার সংখ্যা (৩১শে ডিসেম্বর তারিখে)

বছর	শেয়ারহোল্ডার সংখ্যা (৩১শে ডিসেম্বর তারিখে)
২০০৯ ইং	২,১৬৪
২০১০ ইং	৭,৭৭৬
২০১১ ইং	১০,১০৯
২০১২ ইং	৯,৬০১
২০১৩ ইং	১০,২৯৬
২০১৪ ইং	৮,৯৭৬
২০১৫ ইং	৭,২৮৬
২০১৬ ইং	৫,৮৭৮
২০১৭ ইং	৪,৬০৩
২০১৮ ইং	৪,২৬৭

অপরদিকে২০১৮ইংসালের৩১শেডিসেম্বরতারিখেকোম্পানির পরিশোধিত মূলধনের শেয়ার সংখ্যা ২০১৭ইং, ২০১৬ইং, ২০১৫ইং ও ২০১৪ইং সালের ন্যায় ৪,৭০,৬৯,৮৫৮টি তে স্থিত রয়েছে। যা' ২০১৩ইং সালে ছিল ৪,৪৮,২৮,৪৩৭টি। কোম্পানির শেয়ার সংখ্যার ভিত্তিতে বছর ভিত্তিক শেয়ার প্রতি আয় ও নীট সম্পদ মূল্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

কোম্পানির বছর ভিত্তিক শেয়ার প্রতি আয় নিম্নরূপঃ

বছর	শেয়ার প্রতি আয়
২০০৯ ইং	৩১.১৯ (শেয়ার প্রতি অভিহিত মূল্য -১০০/- টাকা)
২০১০ ইং	১১.৯৯ (শেয়ার প্রতি অভিহিত মূল্য -১০/- টাকা)
২০১১ ইং	১.৪৮ (শেয়ার প্রতি অভিহিত মূল্য -১০/- টাকা)
২০১২ ইং	১.৬৪ (শেয়ার প্রতি অভিহিত মূল্য -১০/- টাকা)
২০১৩ ইং	১.৯৩ (শেয়ার প্রতি অভিহিত মূল্য -১০/- টাকা)
২০১৪ ইং	১.১০ (শেয়ার প্রতি অভিহিত মূল্য -১০/- টাকা)
২০১৫ ইং	১.২১ (শেয়ার প্রতি অভিহিত মূল্য -১০/- টাকা)
২০১৬ ইং	১.৬৩ (শেয়ার প্রতি অভিহিত মূল্য -১০/- টাকা)
২০১৭ ইং	১.৭৭ (শেয়ার প্রতি অভিহিত মূল্য -১০/- টাকা)
২০১৮ ইং	১.৪১ (শেয়ার প্রতি অভিহিত মূল্য -১০/- টাকা)

কোম্পানির শেয়ারের বছর ভিত্তিক নীট সম্পদ মূল্য নিম্নরূপঃ

বছর	শেয়ার প্রতি নীট সম্পদ মূল্য
২০০৯ ইং	১৬৯.০০ (শেয়ার প্রতি অভিহিত মূল্য -১০০/- টাকা)
২০১০ ইং	২৭.০০ (শেয়ার প্রতি অভিহিত মূল্য -১০/- টাকা)
২০১১ ইং	২৬.২৮ (শেয়ার প্রতি অভিহিত মূল্য -১০/- টাকা)
২০১২ ইং	১৮.২১ (শেয়ার প্রতি অভিহিত মূল্য -১০/- টাকা)
২০১৩ ইং	১৮.৩২ (শেয়ার প্রতি অভিহিত মূল্য -১০/- টাকা)
২০১৪ ইং	১৭.১১ (শেয়ার প্রতি অভিহিত মূল্য -১০/- টাকা)
২০১৫ ইং	১৭.২৮ (শেয়ার প্রতি অভিহিত মূল্য -১০/- টাকা)
২০১৬ ইং	১৭.৮৬ (শেয়ার প্রতি অভিহিত মূল্য -১০/- টাকা)
২০১৭ ইং	১৮.৫২ (শেয়ার প্রতি অভিহিত মূল্য -১০/- টাকা)
২০১৮ ইং	১৮.৯৫ (শেয়ার প্রতি অভিহিত মূল্য -১০/- টাকা)

এদিকে ২০০০ইং সালে কোম্পানির ব্যবসায়িক কার্যক্রম হতে ২০১৪ইং সাল পর্যন্ত অনুমোদিত মূলধনের বিপরীতে পরিশোধিত মূলধনের পরিমানও উল্লেখ্যযোগ্য ভাবে বাড়লেও ২০১৪ইং ও ২০১৫ইং সালের নিরীক্ষিত হিসাবের ভিত্তিতে শেয়ারহোল্ডারগনকে শুধুমাত্র নগদ লভ্যাংশ প্রদান করায় কোম্পানির পরিশোধিত মূলধন ২০১৮ইং সালেও ২০১৪ইং, ২০১৫ইং,২০১৬ইং ও ২০১৭ইং সালের ন্যায় অপরিবর্তিত রয়েছে।

নিম্নে ২০০৮ইং সাল হতে ২০১৮ইং সাল পর্যন্ত কোম্পানির অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমান দেখানো হলোঃ

বছর	অনুমোদিত মূলধন	পরিশোধিত মূলধন
২০০৮ ইং	৩০,০০,০০,০০০	৬,০০,০০,০০০
২০০৯ ইং	৩০,০০,০০,০০০	১৫,০০,০০,০০০
২০১০ ইং	১,০০,০০,০০,০০০	১৬,৫০,০০,০০০
২০১১ ইং	১,০০,০০,০০,০০০	৩৭,১২,৫০,০০০
২০১২ ইং	১,০০,০০,০০,০০০	৪২,৬৯,৩৭,৫০০
২০১৩ ইং	১,০০,০০,০০,০০০	৪৪,৮২,৮৪,৩৭০
২০১৪ ইং	১,০০,০০,০০,০০০	৪৭,০৬,৯৮,৫৮০
২০১৫ ইং	১,০০,০০,০০,০০০	৪৭,০৬,৯৮,৫৮০
২০১৬ ইং	১,০০,০০,০০,০০০	৪৭,০৬,৯৮,৫৮০
২০১৭ ইং	১,০০,০০,০০,০০০	৪৭,০৬,৯৮,৫৮০
২০১৮ ইং	১,০০,০০,০০,০০০	৪৭,০৬,৯৮,৫৮০

অপরদিকে কোম্পানি প্রতিষ্ঠার পর হতে অর্জিত মুনাফার ভিত্তিতে শেয়ারহোল্ডারগনকে যে লভ্যাংশ প্রদান ও ঘোষনা হয়েছে তা' নিম্নে বিবৃত হলো।

বছর	নগদ লভ্যাংশ	মূলধনী লভ্যাংশ	মোট লভ্যাংশ
২০০০ ইং	৫%	–	৫%
২০০১ ইং	৭%	–	৭%
২০০২ ইং	৮.৫০%	–	৮.৫০%
২০০৩ ইং	১০%	–	১০%
২০০৪ ইং	১০%	–	১০%
২০০৫ ইং	১২%	–	১২%
২০০৬ ইং	১২%	–	১২%
২০০৭ ইং	১৫%	–	১৫%
২০০৮ ইং	১৬%	–	১৬%
২০০৯ ইং	-	১০%	১০%
২০১০ ইং	২৫%	২৫%	৫০%
২০১১ ইং	১৫%	১৫%	৩০%
২০১২ ইং	১০%	৫%	১৫%
২০১৩ ইং	১৫%	৫%	২০%
২০১৪ ইং	১০%	–	১০ %
২০১৫ ইং	১০%	-	১০ %
২০১৬ ইং	১০%	-	১০ %
২০১৭ ইং	১০%	-	১০ %
২০১৮ ইং (সুপারিশ কৃত)	১০%	-	১০%

বীমা এবং বাংলাদেশের বীমা বাজার ঃ

একটি দেশের অর্থনীতির বুনিয়াদে শক্ত রাখার জন্য বীমার অবদান অনস্বীকার্য। বীমা মূলত:দু'ভাগে বিভক্ত। একটি সাধারন বীমা (নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্স) এবং অন্যটি জীবন বীমা (লাইফ ইন্স্যুরেন্স)। বিশ্বায়নের যুগে সাধারন বীমা ও জীবন বীমা স্ব স্ব ক্ষেত্রে অসম প্রতিযোগিতার পাশাপাশি কঠিন চ্যালেঞ্জ এর মধ্য দিয়ে প্রসার লাভ করছে।বীমায় এখন আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে। বিদেশে বীমা প্রসার ও বিস্তার এবং বীমার পেশায় অবদান সত্যিই ঈর্ষনীয়। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অনেক পিছিয়ে আছে। একদিকে বাংলাদেশে বীমা বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে যেমনি অপ্রতুল তেমনি দক্ষ ও অভিজ্ঞ জনবলের অভাবও রয়েছে এই সেক্টরে। যার কারনে আমাদের দেশের বীমা এখনও পশ্চাৎমূখী অবস্থায় রয়েছে।

যেহেতু দেশের অর্থনীতিতে বীমা ব্যবসার গুরুত্ব অপরিসীম সেহেতু সরকার বাংলাদেশের বীমা সেক্টর উন্নয়নে কার্যকরী পদক্ষেপ নিয়েছে এবং যুগোপযুগী বীমা আইন প্রনয়নের পাশাপাশি একটি নিয়ন্ত্রনকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রনে বীমা কোম্পানি গুলোকে পরিচালনা করার পদক্ষেপ নিয়েছে। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কাল হতে বীমা সেক্টর বানিজ্য মন্ত্রনালয়ের অধীনে থাকলেও ২০১০সাল হতে বীমাকে অর্থ মন্ত্রনালয়ের অধীনে এনে ঢেলে সাজানো হয়েছে।

বিভিন্ন দৃষ্টিকোন ও চিন্তার আলোকে বীমা বিশেষজ্ঞগন বীমা সম্পর্কে বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। কারো মতে বীমা হলো সাধারন ভাবে এর প্রত্যেক সদস্যের কল্যান সাধনের অঙ্গীকার। কেউ বা মনে করেন, বীমা চুক্তি হচ্ছে প্রিমিয়াম গ্রহনের পরিবর্তে এক পক্ষের জন্য অন্য পক্ষের ঝুঁকি গ্রহনের অঙ্গীকার। আবার কেউ বা বলেন, বীমা এমন একটি যৌথ ব্যবস্থা যার মাধ্যমে নির্দিষ্ট পরিমান ঝুঁকি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সমূহের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া যেতে পারে।

বীমাকে বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন ভাবে সংজ্ঞায়ীত করলেও মূলতঃ বীমা হচ্ছে এমন একটি আর্থ সামাজিক ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে একই ধরনের বহু সংখ্যক ঝুঁকির সমাবেশ করে সদস্যদের কাছ থেকে যার যার ঝুঁকি অনুপাতে নির্দিষ্ট পরিমান অর্থ (প্রিমিয়াম) আদায়ের মাধ্যমে একটি সাধারন তহবিল গড়ে তোলা হয় এবং সেই দলভূক্ত কোন সদস্য দূর্ভাগ্য বশতঃ ক্ষতির সম্মুখীন হলে এই তহবিল হতে তার সেই ক্ষতি পূরনের ব্যবস্থা করা হয়।

এদিকে, নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্স (সাধারন বীমা) এর ক্ষেত্রে ইন্স্যুরেন্স বলা হয়ে থাকলেও জীবন বীমা (লাইফ ইন্স্যুরেন্স) এর ক্ষেত্রে এস্যুরেন্স শব্দটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কারন জীবন বীমার ক্ষেত্রে মেয়াদকালীন সময়ে গ্রাহকের মৃত্যু ঘটুক বা না ঘটুক বীমা দাবী পরিশোধ করতে হয়। আর সাধারন বীমা (নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্স) এর ক্ষেত্রে দাবী মেটানো হতে পারে কিংবা নাও হতে পারে। কারন নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্স এর মেয়াদকালীন সময়ে বীমাকৃত সম্পদ/সম্পত্তির ক্ষতি না হলে বীমা দাবী মেটানোর প্রয়োজন হয় না। যদিও দুই ধরনের বীমায় মূলতঃ তেমন কোন পার্থক্য নেই। তবুও জীবন বীমাকে এস্যুরেন্স ও সাধারন বীমাকে ইন্স্যুরেন্স বলা হয়ে থাকে।

আইন অনুযায়ী মানুষের জীবন তথা সম্পত্তির ঝুঁকি আর্থিক ভাবে মোকাবেলার পদ্ধতি হলো বীমা বা বীমা চুক্তি। বীমা চুক্তি বাজী চুক্তি নয়। বীমা একটি বৈধ চুক্তি। এর দুইটি পক্ষ থাকে। একটি পক্ষ বীমাকারী প্রতিষ্ঠান ও অপর পক্ষ বীমা গ্রহীতা। এক পক্ষের প্রস্তাব এবং অন্য পক্ষের সম্মতিতে এই চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তি সাধারনতঃ মৌখিক, লিখিত বা অলিখিত নিবন্ধিত হতে পারে। কিন্তু বীমা চুক্তি অবশ্যই লিখিত ভাবে সম্পাদিত হয় এবং বীমা পত্রে চুক্তির বিষয় বস্তু ও শর্ত সমূহ লেখা থাকে। যা' উভয় পক্ষ পালন করতে বাধ্য থাকে।

বীমাকারী প্রতিষ্ঠান বীমা ঝুঁকি গ্রহনের বিপরীতে বীমা গ্রহীতা হতে নির্দিষ্ট হারে প্রিমিয়াম গ্রহন করে। এই প্রিমিয়াম জীবন বীমার ক্ষেত্রে কিস্তিতে পরিশোধের সুযোগ থাকলেও নন-লাইফ তথা সাধারন বীমার ক্ষেত্রে এককালীন প্রিমিয়াম পরিশোধ করতে হয়।বীমা সম্ভাব্য ক্ষতির বিপরীতে আর্থিক নিরাপত্তার বিধান করে। কোন ব্যক্তি মৃত্যু বরন করলে বা সম্পদ নষ্ট হলে বীমা কোম্পানি তা ফেরত দিতে পারেনা। তবে ক্ষতি পূরনের পাশাপাশি আর্থিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করে।এ ছাড়া জীবন বীমা মেয়াদ পূর্তিতে অর্থ প্রদানের নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে।

এদিকে, বিশ্বের নবম জনবহুল দেশ বাংলাদেশ। দেশের অর্থনীতির অভূতপূর্ব সাফল্য বিশ্ব জুড়ে আজ বিস্ময়জাগানীয়া। প্রবৃদ্ধি ৮ শতাংশ ছাড়িয়ে গেলেও দেশে বীমা কভারেজের হার তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। অপর দিকে জি.ডি.পি.তে বীমার অবদান ০.৫৫%। এর মাঝে ০.৪০% জীবন বীমায় এবং ০.১৫% সাধারন বীমা তথা নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্সের। যেখানে যুক্তরাষ্ট্রে বীমা শিল্পের অবদান ৭.৩%, যুক্তরাজ্যে ১০%, ভারতে ৩.৩%, ভিয়েতনামে ১.৫% সেখানে আমাদের বাংলাদেশে মাত্র ০.৫৫%।

বাংলাদেশের শিল্পখাতগুলোর মধ্যে বীমা অনেক পুরনো একটি খাত হলেও এই খাতের অগ্রগতির মাত্রা খুবই ধীরগতির। যদিও নন-লাইফ ও লাইফ মিলিয়ে ৭৮টি বীমা প্রতিষ্ঠান দেশে বীমা ব্যবসায় জড়িত।

মূলতঃ বীমা শিল্পের নেতিবাচক ভাবমূর্তি ও বীমার সুবিধা ভোগীদের অসচেতনতা বীমা শিল্পের গতিকে বাধাগ্রস্ত করে রেখেছে। বর্তমানে বাংলাদেশের বীমা বাজারে বীমা শিল্পের নৈতিবাচক ভাবমূর্তি দূরীকরনে ও বীমার প্রতি জনসচেতনতা

বৃদ্ধিতে বীমা উন্নয়ণ নিয়ন্ত্রন কর্তৃপক্ষ সহ বীমা সংশ্লিষ্টদের গৃহীত পদক্ষেপ দেশের বীমা শিল্পের বিকাশকে তরান্বিত করবে বলে আশা করা যায়।

এক নজরে এশিয়া ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড ঃ

'এশিয়া ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড' তৃতীয় প্রজন্মের একটি নন-লাইফ তথা জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি। কোম্পানি আইন ১৯৯৪-এর অধীনে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসাবে এশিয়া ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড ৩০শে এপ্রিল'২০০০ইং তারিখে রেজিষ্ট্রারার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ হতে নিবন্ধন প্রাপ্তির পর একই বছরের ৩০শে মে তারিখে তদানীন্তন বীমা অধিদপ্তর হতে লাইসেন্স প্রাপ্ত হয়ে বাংলাদেশে সাধারন বীমা ব্যবসা শুরু করে। পরবর্তীতে ৩০শে মার্চ'২০১১ইং বর্নিত ব্যবসা অব্যাহত রাখার জন্য আইন অনুযায়ী নব গঠিত বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রন কর্তৃপক্ষ হতে নন-লাইফ বীমা ব্যবসা করার লাইসেন্স নবায়নের সনদ গ্রহন করে।

২০০০ইং সালে কোম্পানির কার্যক্রম শুরুকালে ৬ কোটি টাকা পরিশোধিত মূলধনে যাত্রা শুরু করলেও বর্তমানে ১০০ কোটি টাকা অনুমোদিত মূলধনে এশিয়া ইন্স্যুরেন্স এর পরিশোধিত মূলধন ৪৭,০৬,৯৮,৫৮০/- টাকা। এর মধ্যে উদ্যোক্তা অংশের ১০/- মূল্যমানের ১,৯৫,৬৩,৭৮৮টি শেয়ারের পরিশোধিত মূলধন ১৯,৫৬,৩৭,৮৮০/- টাকা এবং জনগনের অংশের ২,৭৫,০৬,০৭০ টি শেয়ারের পরিশোধিত মূলধন ২৭,৫০,৬০,৭০০/- টাকা।

আধুনিক ও যুগোপযোগী বীমা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাই হচ্ছে এই কোম্পানির রূপকল্প। এই কোম্পানির রূপকল্প বাস্তবায়নে কোম্পানিতে কর্মদক্ষতা ও গ্রাহক সেবার সর্বোচ্চ মান নিশ্চিত করনের পাশাপাশি বীমা গ্রহীতাদের আস্থা অর্জন ও তাদের সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়েছে।

অন্যদিকে, সম্পদের নিরাপত্তার নিশ্চিত করার মাধ্যমে দেশের আর্থিক বুনিয়াদ সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে গ্রাহকদের বীমা সেবা প্রদানের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নে অংশগ্রহণ করাই হচ্ছে এই কোম্পানীর মূল উদ্দেশ্য।

অর্জন ঃ

কোম্পানির কার্যক্রম পরিচালনার সকল অপারেশনাল ব্যয় নির্বাহ সহ শেয়ারহোল্ডারগনকে কোম্পানির *প্রতিষ্ঠার পর* হতে ধারাবাহিক ভাবে সন্তোষজনক হারে লভ্যাংশ প্রদানের পর বর্তমানে কোম্পানির মোট সম্পদের পরিমান দাঁড়িয়েছে ১৫৪ কোটি ৮৬ লক্ষ ৮ হাজার টাকা। অপরদিকে ঢাকার বাংলা মটরের 'রুপায়ন ট্রেড সেন্টার' এ কোম্পানির ক্রয়কৃত ২১,৫০৭ বর্গফুটের অফিস স্পেস সহ ৬টি কার পার্কিং স্পেস এর মালিকানা সহ কোম্পানির অনুকূলে দলিল রেজিষ্ট্রি হওয়ায় বর্তমান বাজার দর বিবেচনায় কোম্পানির সম্পদের আর্থিক মূল্যমান অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

মানব সম্পদ ও কর্মী নিয়োগ রীতি ঃ

আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে কোম্পানির মানব সম্পদ উন্নয়নে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহন উন্নততর ও নিশ্চিত করার জন্য দক্ষ ও উদ্বুদ্ধ কর্মী বাহিনী তৈরি ও ধরে রাখা।

অত্র কোম্পানি লিঙ্গ, বর্ণ, জাতীয়তা, জাতিগত পরিচয়, ধর্ম, বর্ন নির্বিশেষে সকল কর্মীদের সমানাধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থেকে প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকান্ডে সকলকে অন্তর্ভূক্ত করার বিশ্বাসী এবং কর্মীদের বৈচিত্র্যময়তাকে মূল্য দিয়ে থাকে।

এছাড়া কোম্পানিতে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ ও নির্বাচন, প্রশিক্ষন, ক্যারিয়ার উন্নয়ন, নমনীয় কর্ম পরিবেশ ব্যবস্থাপনা, প্রসার ও নৈপূন্য মূল্যায়নে কোম্পানিতে সবার জন্য সম দৃষ্টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

তথ্য প্রযুক্তি ঃ

নিরবিচ্ছিন্নভাবে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা ও বীমা গ্রহীতাদের উপযুক্ত সেবা প্রদান আরও কার্যকর ও নিশ্চিত করার জন্য কোম্পানিতে যথাযথ একটি তথ্য ভান্ডার গড়ে তোলার ব্যবস্থা গ্রহনের পাশাপাশি কোম্পানির তথ্য প্রযুক্তি ব্যবস্থা হালনাগাদ করা হয়েছে এবং তথ্য প্রযুক্তির অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষন ও উন্নয়নের জন্য কোম্পানিতে নতুন Software installation সহ ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছে।

ক্রেডিট রেটিং ঃ

কোম্পানি ২০১২ সাল হতে একটানা ৬ (ছয়) বছর'A+'ক্রেডিট রেটিং প্রাপ্তিতা অক্ষুন্ন রেখে বীমা দাবী পরিশোধ এর সক্ষমতায় (CPA) ২০১৭ইং ও ২০১৮ইং সালে পর পর দুই বছর 'AA-'রেটিং প্রাপ্ত হয়েছে। যা' কোম্পানির জন্য একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন।

কোম্পানির বীমা পলিসি ও সেবা ঃ

কোম্পানি কর্তৃক অগ্নি, নৌ কার্গো, নৌ হাল, মোটর ও বিবিধ বীমা পলিসি কেন্দ্রিক নানাবিধ বীমার দায় গ্রহন সহ বীমা সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে।

বীমার ঝুঁকি ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ঃ

এশিয়া ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড একটি বীমাকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে বীমা গ্রহীতাদের সম্পদের অনিশ্চিত ঝুঁকি সমূহের নিরাপত্তা বিধানে বীমা অংক ও ক্ষতির পরিমান এবং আবরিত ঝুঁকির বিপরীতে আর্থিক ক্ষতিপূরনের ব্যবস্থা রেখেছে।

বীমাকৃত সম্পদের ঝুঁকি এড়ানোর সর্বোচ্চ ব্যবস্থা হিসাবে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে, এশিয়া ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড বীমাকারী হিসাবে ঝুঁকি গ্রহনের আগে যথ যথ পরিদর্শন কার্য সম্পাদন করে বীমা ঝুঁকি গ্রহন করে থাকে এবং কোম্পানি যথাযথ পূনঃবীমা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বীমা ঝুঁকি স্থানান্তরের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। অন্যদিকে কোম্পানি হতে বীমার কভারেজ বলবৎ থাকা পর্যন্ত সম্পদের ঝুঁকি এড়ানোর বিষয়ে বীমা গ্রহীতাকে কার্যকর পরামর্শ প্রদান করা হয়ে থাকে।

কোম্পানির হিসাবের চলমান প্রক্রিয়া ঃ

এ বিষয়ে অত্র বার্ষিক প্রতিবেদনে বর্নিত নিরীক্ষিত হিসাবের ১.২.৭নং Note এ বিস্তারিত বিবৃত আছে।

সি.এস.আর কার্যক্রম ঃ

সি.এস.আর কার্যক্রমের আওতায় কোম্পানি বিভিন্ন সময়ে প্রধানমন্ত্রী ত্রান তহবিল সহ আই.ডি.আর.এ এবং বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশানের চাহিদা ও অভিপ্রায় অনুযায়ী আর্থিক অনুদান প্রদান করে থাকে।

প্রশাসনিক তথ্যাদি ঃ

কর্মকর্তা-কর্মচারী	ঃ ২৪৩ জন (হালনাগাদ হিসাব)
বীমা এজেন্ট	ঃ লাইসেন্স প্রাপ্ত ৩০ জন
শাখা	ঃ ২২ টি।
প্রশিক্ষন প্রাপ্ত কর্মকর্তা	ঃ বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স একাডেমী, বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশন সহ প্রশিক্ষন প্রদানকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে প্রশিক্ষন গ্রহণকারী ৫৩ জন কর্মকর্তার মধ্যে ৫ (পাঁচ) জন এ.বি.আই.এ ডিগ্রীধারী কর্মকর্তা রয়েছেন।
মোটর ভ্যাহিকেল	ঃ কোম্পানিতে ০১ (এক) টি জিপ গাড়ী ও ২৩ (তেইশ) টি মোটর কার এবং ৬ (ছয়) টি মোটর সাইকেল রয়েছে। যার ক্রম অবচয় বাদে ৩১শে ডিসেম্বর'২০১৮ইং, তারিখে সর্বমোট মূল্য দাঁড়িয়েছে ১,৬৬,৪০,১২০/- টাকা।

অপরদিকে কোম্পানির ২০১৭ইং ও ২০১৮ইং সালের তুলনামূলক ব্যবসয়িক তথ্য উপাত্ত নিম্নরূপ ঃ

প্রিমিয়াম আয় ঃ

কোম্পানির প্রিমিয়াম আয় হয়েছে ২০১৮ইং সালে ৬১,৭০,৩২,৬৫৪/- টাকা। যা' ২০১৭ইং সালে ছিল ৫০,৮০,০৮,৯৮৪/- টাকা।

বিনিয়োগ ঃ

সরকারী ট্রেজারী বন্ড, ব্যাংক সমূহে স্থায়ী ও মেয়াদী আমানত, অফিস স্পেস ক্রয় এবং শেয়ার বাজারে তালিকাভূক্ত কোম্পানির শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমেই কোম্পানির বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। কোম্পানি ২০১৮ইং সালে মোট বিনিয়োগের পরিমান শেয়ার ক্রয়সহ ১,১২,৮৮,০২,৬০৪/- টাকা যা' ২০১৭ইং সালে ছিল ১,০৯,০৭,৩২,৯৪৮/- টাকা।

আয়কর খাতে প্রদান ঃ

কোম্পানি আয়কর খাতে প্রদানের জন্য ২০১৮ইং সালে ২,৪৭,১৮,০৭৩/- টাকা সঞ্চিত রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে যা' ২০১৭ইং সালে রাখা হয়েছিল ৩,৩৯,৪৭,৯৪৯/- টাকা।

করপূর্ব মুনাফা ঃ

উপরোক্ত আলোকে ২০১৮ইং সালে কোম্পানির সামগ্রিক ব্যবসায়িক কার্যক্রমের চালচিত্র নিম্নে বিবৃত হলো ঃ

হিসাব টাকায়)

ক্রম	বিষয়	অগ্নি	নৌ	মটর	বিবিধ	মোট ২০১৮
০১	গ্রস প্রিমিয়াম আয়	২৪,৯৪,৭৪,৯৪৪/-	২১,২২,৬৭,১৬৬/-	৪,৪৩,৯৯,৬১৫/-	১১,০৮,৯০,৯৩০/-	৬১,৭০,৩২,৬৫৪/-
০২	সমর্পিত পূনঃ বীমা	১০,২৭,৬৯,৬৩০/-	৪,২৩,৯৮,১৫২/-	২০,৯৩,৭৮০/-	৪,৭৫,৩৩,৬৫১/-	১৯,৪৭,৯৫,২১২/-
০৩	পূনঃ বীমা কমিশন	৪,০৩,৬৮,৭১২/-	১,০৩,৬৬,৮৭৪/-	৪,২৫,৭২০/-	৭৩,০৮,২৬০/-	৫,৮৪,৬৯,৫৬৬/-
০৪	নীট প্রিমিয়াম	১৪,৬৭,০৫,৩১৪/-	১৬,৯৮,৬৯,০১৪/-	৪,২৩,০৫,৮৩৫/-	৬,৩৩,৫৭,২৭৯/-	৪২,২২,৩৭,৪৪৩/-
০৫	ব্যবস্থাপনা ব্যয় (রাজস্ব হিসাব)	৫,৮৩,১১,১৭৪/-	৪,৯৩,৯২,৫৩৫/-	১০,৪৩,১৪,৩৩৭/-	২,৫৮,৩৬,০৬৬/-	১৪,৩৯,৭১,২১১/-

ক্রম	বিষয়	অগ্নি	নৌ	মটর	বিবিধ	মোট ২০১৮
০৬	অবলিখন মুনাফা	১,৯৭,৪৩,৮৭২/-	২,৭৮,২৭,৯৬৩/-	১,৯৮,৯৯,১২৯/-	২,৯১,৫১,৮৫২/-	৯,৬৬,২২,৮১৭/-
০৭	অনুত্তীর্ন ঝুঁকির জন্য সংরক্ষিত	৫,৮৬,৮২,১২৬/-	৬,৮৩,০৮,৮২১/-	১,৬৯,২২,৩৩৪/-	২,৫৩,৪২,৯১২/-	১৬,৯২,৫৬,১৯৩/-
০৮	দাবী পরিশোধ (গ্রস)	১০,৪০,৫৫,৮৯০/-	৪,৪৮,৩০,৬৭০/-	৭৯,২৬,৮৬২/-	৮০,৩০,৯৯০/-	১৬,৪৮,৪৪,৪১২/-
০৯	দাবী পরিশোধ (নীট)	৬,৪৪,৩৪,৮০১/-	৪,৬৪,৯৪,২০৫/-	৭২,৭৭,৫১৩/-	(১৪,৭৩,৩৪৪/-)	১১,৬৭,৩৩,১৭৫/-
১০	ব্যবস্থাপনা ব্যয় (পি/এল)	-	-	-	-	২,৭৪,৮১,৩৯৩/-
১১	বিনিয়োগকৃত আয়	-	-	-	-	৫,৬০,২৯,৭৯০/-
১২	অস্বাভাবিক খাতে সংরক্ষিত	-	-	-	-	২,৫০,০০,০০০/-
১৩	কর পূর্ব নীট মুনাফা	-	-	-	-	৯,৩৭,৮৭,৩৫৭/-
১৪	আয়কর সঞ্চিতি	-	-	-	-	২,৭৪,১০,৫৪৭/-
১৫	কর বাদে নীট মুনাফা	-	-	-	-	৬,৬৩,৭৬,৮১০/-

এর পাশাপাশি ২০১১ইং সাল হতে ২০১৭ইং সাল পর্যন্ত কোম্পানির সামগ্রিক ব্যবসায়িক কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত চালচিত্র নিম্নে বিবৃত হলোঃ (হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রম	বিষয়	মোট ২০১১	মোট ২০১২	মোট ২০১৩	মোট ২০১৪	মোট ২০১৫	মোট ২০১৬	মোট ২০১৭
০১	গ্রস প্রিমিয়াম আয়	৩০০২	৩১৯৫	৩৪১৫	৪০২২	৪৫৩৬	৪৭৭৬	৫০৮০
০২	সমর্পিত পূনঃ বীমা	১০৫৫	১৩২৫	১৪৩১	১৬০০	১৪৫৪	১৫৮০	১৬৮১
০৩	গ্রহনকৃত পূনঃ বীমা	--	--	--	--	৪৯৬	৪৯৬	৪৪৯
০৪	নীট প্রিমিয়াম	১৯৪৬	১৮৭১	১৯৮৪	২৪২২	৩০৮১	৩১৯৬	৩৪০০
০৫	ব্যবস্থাপনা ব্যয় (রাজস্ব হিসাব)	৫৯১	৬৭৮	৭৬০	১১৯৬	১৯৪৭	১৩৬১	১৩৭০
০৬	ব্যবস্থাপনা ব্যয় (পি/এল)	৬৪৪	৪৯৮	৪২০	২৬৪	৪২১	৩৩৯	৩৩৩
০৭	অবলিখন মুনাফা	৮৩২	৭০৪	৮৩৭	(৩২১)	১২৩৪	৬৪৫	৬১৬
০৮	দাবী পরিশোধ (গ্রস)	৯৮৯	১৪৫৫	১৩০৫	১৫৭৬	১৫৫৩	১৪৮৫	১৫৩৭
০৯	দাবী পরিশোধ (নীট) নিজস্ব	(৩৭৫)	১১৫৬	১২৭৭	১৩৮৩	৯৪৬	৮৮৭	১০৬৭
১০	বিনিয়োগকৃত আয়	৩৬৭	৮৬৭	৯১৬	১২০৬	১৭১	৬৮২	৫৭৩
১১	অনুত্তীর্ন ঝুকির জন্য সংরক্ষিত সঞ্চিতি	৭৭৯	৭৪৮	৬৯৪	৯৭১	৭৩৯	১২৮৬	১৩৬৮
১২	অস্বাভাবিক খাতে সংরক্ষিত	১৯৫	১৮৭	১৭৩	-	১৫০	২৫০	২৫০
১৩	কর পূর্ব নীট মুনাফা	৬১৪	১০৭৪	১৩৩৩	৬২১	৭৮১	৯৮৮	১১৭৪
১৪	আয়কর সঞ্চিতি	১৭৬	৩৭৩	৪৬৮	১০৪	২১১	২৫১	৩৩৯
১৫	কর বাদে নীট মুনাফা	৪৩৮	৭০০	৮৬৫	৫১৬	৫৭০	৭৬৭	৮৩৪

অন্যদিকে ২০১৮ইং সালের নিরীক্ষবিহীন ত্রৈমাসিক হিসাব বিবরনী ও বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরনীর প্রধান প্রধান বিষয়ের পরিসংখ্যান নিম্নে বিবৃত হলোঃ (হিসাব টাকায়)

বিষয়	নিরীক্ষাবিহীন ত্রৈমাসিক হিসাব			নিরীক্ষিত বার্ষিক হিসাব'২০১৮
	মার্চ'২০১৮	জুন'২০১৮	সেপ্টেম্বর'২০১৮	
মোট কর পূর্ব আয়	৩,৬৭,৬১,৭৬৯/-	৫,৯০,২২,৬৪০/-	৯,৭২,২৩,৩১৫/-	৯,৩৭,৮৭,৩৫৭/-
আয়কর সঞ্চিতি	১,০২,১৫,৯২৭/-	১,৫৯,৬৫,৯৯০/-	২,২৩,৯৫,৬০৮/-	২,৭০,৫০,৯৭২/-
কর বাদে মুনাফা	২,৬৫,৪৫,৮৪২/-	৪,৩০,৫৬,৬৫০/-	৭,৪৮,২৭,৭০৭/-	৬,৬৭,৩৬,৩৮৫/-
ই.পি.এস	০.৫৬	০.৯১	১.৫৯	১.৪২

লভ্যাংশ ঘোষনা ঃ

অদ্যকার উনিশতম বার্ষিক সাধারন সভায় কোম্পানির প্রয়োজনীয় সকল সঞ্চিতির ব্যবস্থা রেখে পরিচালক পরিষদ ২০১৮ইং সালে শেয়ারহোল্ডারগনের জন্য ১০% (দশ) শতাংশ নগদ লভ্যাংশের সুপারিশ করছে।

কর্পোরেট সুশাসন ঃ

কোম্পানির কার্যক্রম সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনের জন্য কর্পোরেট সুশাসন এর বিকল্প নেই বিধায় তা' কোম্পানিতে কর্পোরেট সুশাসন প্রতিষ্ঠার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় আনা হয়েছে। কোম্পানির পরিচালনা পরিষদ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, কোম্পানির সামগ্রিক কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি কর্মকর্তাদের মধ্যে দায়িত্ব, কর্পোরেট অনুশাসন প্রতিষ্ঠা অতীব জরুরী এবং আবশ্যক। কোম্পানিতে কর্পোরেট সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে পরিচালনা পরিষদ যথাযথ দিক নির্দেশনা প্রদানের পাশাপাশি তা' নিশ্চিত করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

পরিচালকমন্ডলীর অবসর গ্রহন ও পুনঃ নির্বাচন ঃ

উদ্যোক্তা পরিচালক ঃ

কোম্পানির সংঘবিধির ১১২ নং ধারা অনুযায়ী এবং ১১৩ নং ধারায় উল্লেখিত বিধান মতে পরিচালক পরিষদের সম্মানীত সদস্যগনের মধ্যে নিম্নোক্ত সদস্যগন উনিশতম বার্ষিক সাধারন সভায় পরিচালকের পদ হতে অবসর গ্রহন করবেন।

১) জনাব আবুল বশর চৌধুরী
২) জনাব মোহাম্মদ জামাল উল্যাহ্
৩) জনাব মাহবুবুল আলম

অপরদিকে, কোম্পানির সংঘবিধির ১১৪ নং ধারা অনুযায়ী উপরোক্ত তিনজন অবসর গ্রহনকারী উদ্যোক্তা শেয়ারহোল্ডার পরিচালক পদে পূনঃনির্বাচনের যোগ্য বিধায় তাঁরা উনিশতম বার্ষিক সাধারন সভায় পূনঃনির্বাচনের জন্য বিবেচিত হবেন।

কোম্পানিতে পরিচালকগনের লেনদেনের সংশ্লিষ্টতা (Releted Party Transaction)

কোম্পানির পরিচালকগন এবং তাঁদের প্রতিষ্ঠান সমূহের সাথে কোম্পানির সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি অত্র বার্ষিক প্রতিবেদনে বর্নিত নিরীক্ষিত হিসাবের ৩৬নং ও সংযুক্তি - ই নং Notes এ বিস্তারিত বিবৃত আছে।

পরিচালকগনের প্রাপ্য সম্মানী ও অন্যান্য সুবিধাদি প্রসঙ্গেঃ

কোম্পানির পরিচালক পরিষদে ৯ জন উদ্যোক্তা পরিচালক, ৩ জন জনগনের অংশের শেয়ারহোল্ডার পরিচালক ও ২ জন ইনডিপেনডেন্ট পরিচালক রয়েছেন এবং কোম্পানির মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা পদাধিকার বলে কোম্পানির পরিচালক পরিষদের একজন সদস্য।

কোম্পানির মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা ছাড়া অন্য সকল পরিচালকগন, পরিচালক পরিষদ এর সভা ও সকল প্রকার কমিটির সভায় উপস্থিতি সাপেক্ষে বিধিমতে ফি পেয়ে থাকেন। এছাড়া পরিচালক পরিষদের সদস্যগন আর কোন সুবিধাদি তথা বেতন-ভাতা, ব্যক্তিগত প্রয়োজনে কোম্পানির গাড়ী ও অফিস স্পেস ব্যবহার, কোম্পানি হতে বাড়ী ভাড়া প্রাপ্তি সহ আর কোন আর্থিক সুবিধাদি গ্রহন করেন না। এক্ষেত্রে পরিচালকগন ব্যক্তিগত ভাবে কোম্পানি ও মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তার উপর কোন ক্ষমতা প্রয়োগ করেন না। তবে কোম্পানির সংঘ বিধিতে বর্নিত পরিচালক পরিষদের ক্ষমতা ও দায়িত্বাবলী প্রয়োগ ও সম্পাদন করেন।

সাধারন শেয়ারহোল্ডার পরিচালকঃ

কোম্পানির সংঘবিধির সংশ্লিষ্ট বিধান ও বীমা আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী জনগনের অংশের শেয়ারহোল্ডারগনের পক্ষের পরিচালক পদ হতে সাউথ ইষ্ট ব্যাংক লিমিটেড, বে লিজিং এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট লিমিটেড, এবং জনাব মোহাম্মদ আলী খোকন অবসর গ্রহণ করছেন এবং কোম্পানির পরিচালক পদের যোগ্য বিধায় তাঁরা পূনঃনির্বাচনের জন্য মনোনয়ন পত্র দাখিল করেছেন।

নিরীক্ষক নিয়োগ ঃ

কোম্পানির আঠারতম বার্ষিক সাধারন সভায়, UHY Syful Shamsul Alam & Co. Chartered Accountants-কে কোম্পানির নিরীক্ষক হিসাবে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছিল এবং নিয়োগ প্রাপ্ত নিরীক্ষকের নিয়োগের মেয়াদ অদ্যকার বার্ষিক সাধারন সভা পর্যন্ত বলবৎ থ াকবে। অদ্যকার সভায় পরবর্তী বার্ষিক সাধারন সভা পর্যন্ত কোম্পানীর নিরীক্ষক হিসাবে UHY Syful Shamsul Alam & Co. Chartered Accountants-কে পুনঃ নিয়োগ দেওয়ার প্রস্তাব সহ তাদের সম্মানী ধার্য্য করার প্রস্তাব পেশ করা হবে।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন ঃ

২০১৮ইং সালে কোম্পানির সামগ্রিক কার্যক্রমে অর্জিত সাফল্য বিগত বছর সমূহের অর্জিত সাফল্যের ধারাবাহিকতায় অর্জিত হয়েছে। পরিচালক পরিষদ পেশাদারিত্ব ও সেবামূলক মনোবৃত্তিতে কোম্পানির কার্যক্রম পরিচালিত হওয়ায় মহান আল্লাহ্ পাকের শুকরিয়া আদায় করছে।

অপরদিকে, বীমা গ্রাহকদের দ্রুত সেবা প্রদান সহ তাদের স্বার্থ রক্ষা ও যথাসময়ে বীমা দাবী পরিশোধের লক্ষ্যে যথাযথ পূনঃবীমা

ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বীমার দায় গ্রহণ সহ কোম্পানির কার্যক্রম সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনার জন্য নিবেদিত প্রাণ নির্বাহীগন ও অন্যান্য সকল কর্মকর্তাদের স্ব স্ব দায়িত্ব পালনে নিষ্ঠা ও একাগ্রতার জন্য কোম্পানির পরিচালক পরিষদ উচ্ছসিত প্রশংসা করছে। এছাড়া পরিচালক পরিষদ কোম্পানির সম্মানীত গ্রাহক, পৃষ্ঠপোষক এবং শুভাকাঙ্খীদের অব্যহত সমর্থন ও সহযোগিতার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে এবং গন-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, অর্থমন্ত্রনালয়, বীমা উন্নয়নন ও নিয়ন্ত্রন কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ ব্যাংক, যৌথ মূলধনী ও প্রতিষ্ঠান সমূহের নিবন্ধক, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, ঢাকা ও চট্রগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ, সি.ডি.বি.এল সহ সকল বানিজ্যিক ব্যাংক, লিজিং ফাইন্যান্সিং কোম্পানি, সাধারন বীমা কর্পোরেশন, বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশন, সেন্ট্রাল রেটিং কমিটি, বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স একাডেমী সহ আমাদের সহ-বীমাকারী প্রতিষ্ঠান এবং সকল সরকারী ও আধা সরকারী প্রতিষ্ঠান, সেক্টর কর্পোরেশন ও বেসরকারী সংস্থা সমূহকে তাদের প্রশংসনীয় সমর্থন ও সহযোগিতার জন্য কোম্পানির পরিচালনা পরিষদ আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছে।

পরিশেষে কোম্পানির কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনে সম্মানীত শেয়ারহোল্ডারগনের আন্তরিক সমর্থন ও তাঁদের প্রদত্ত দিক নির্দেশনার জন্য কোম্পানির পরিচালক পরিষদ গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাদের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছে। এর পাশাপাশি পরিচালক পরিষদ গ্রাহকদের উন্নত সেবা প্রদানের পাশাপাশি কোম্পানীর ভিত্তিকে আরও সুদৃঢ় করে কোম্পানির প্রতি শেয়ারহোল্ডারগনের আস্থা সমুন্নত রাখার নিশ্চয়তা প্রদান করছে।

পরিচালকমন্ডলীর পক্ষে,

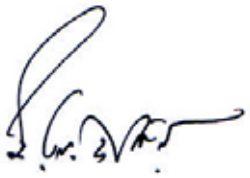

ইউসুফ আবদুল্লাহ্ হারুন, এফসিএ
চেয়ারম্যান